০৪.দাদাজির মহাবাক্য

যখন আমি সকালে উঠে বাবার স্মরণে বসি তখন আমি নিজেকে চেক করী যে আমি কি বর্দাতার বর্দানের পাত্র আত্মা হয়েছি |আমাদেরকে এই সময়ে বাবার কাছ থেকে অনেক আশির্বাদ নিয়ে নিজের ঝোলী ভরতে লাগবে |বাবা আশির্বাদ দিয়ে আমার ভান্ডার ভরে দিয়েছে |আমি এমন কোনো কাজ কেন করব যে আমার পাওয়া সব আশির্বাদের ভান্ডার খালি হয়ে যায় |আমার এই সংকল্প সদা সাথে থাকে যে আমাকে আশির্বাদ দিয়ে নিজের ঝলি ভরতে লাগবে |প্রতেকে যেন আমাকে আশির্বাদ করে,আমি যেন আশীর্বাদের ভান্ডার ভরে যেন বাবার ঘরে যেতে পারি |তোমাদের সকলের অশিরবাদই হলো বাবার আশির্বাদ |আমাকে প্রতেক সেকন্ডে তোমাদের সকলের কাছ থেকে আশির্বাদ নিতে হবে |আমাকে আশির্বাদ নিতে হবে,আশির্বাদ দিতে হবে,কারো অশুভ ভাবনা নিতে হবে না |এটাই হলো পুরুশাতের সবচে বড় সাধন |সদা এই সংকল্প যেন থাকে যে আমাকে সকলের আশির্বাদ নিতে হবে তা হলেই আমার সংকল্প,বৃত্তি,বাণী সব কিছুই সফল হয়ে যাবে |আমার এক মুহূর্ত যদি অসফল করী মানে অশুভ ভাবনা গ্রহণ করা;সফলতা আমনে আশির্বাদ |এটাই হলো অনেক বড় পুরুশাত |

আমরা হলাম শান্ত যোগী |যোগীর শরীর,দৃষ্টি,বৃত্তি,বাণী সব শান্ত(শীতল)হবে |শীতলতায় হলো আমাদের জীবনের বর্দান |বাচ্চাদের কন্ট্রোল করা আমাদের কর্তব্য তবে তাওয়ার মতো গরম হয়ে লাল-হলুদ হওয়া ইটা আমাদের কর্তব্য নয় |নিজেদের পুরানো সংস্কার জাগরিত করা আমাদের কর্তব্য নয় |

কেউ কেউ বলে যে আমার যতটা খুশি থাকা দরকার ততটা নেই |আমি ওদের বলি যে বাবাকে পেয়েছ মানে সব কিছু পেয়ে গেছ,রাজ ভ্যাগ্য পেয়ে গেছ,বাবার কাছ থেকে সর্ব বর্দান পেয়ে গেছ,তো আমাদের এখন আর কোন বস্তু লাগবে খুশি থাকার জন্য ?আবার কেউ কেউ বলে যে দুঃখ নেই কিন্তু খুশিও নেই |তো নিশ্চই মধ্যে খানে কোনো কিছু খুশিকে আটকে দিচ্ছে |আমাদের আধার হচ্ছে বাবা,আমরা “বাবা” অক্ষরই খালি পরেছি,এই বিন্দুতেই সব কিছু এসে যায় তো আমার খুশি কেন থাকবে না ?

আমরা হলাম প্রেমের সাগরের পালনে পালা বাচ্চা |আমরা বাবাকে বলি যে বাবা আমরা এই পুরানো দুনিয়ার থেকে সন্নাস নিয়েছি,আমরা হলাম সন্নাসী,বৈরাগী |আমাদের এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে |আমরা দেবতা ছিলাম আবার দেবতা হতে লাগবে,এটাও আমার নিশ্চয় আছে |সফলতা হলো আমাদের জন্ম জন্মান্তরের অধিকার,আমরা আগের থেকেই জয়ী হয়ে আছি |যতই বিঘ্ন আসুক না কেন কিন্তু সফলতা আমাদের আগের থেকেই হয়ে আছে |

আচ্ছা,ওম শান্তি |